ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১৫ সংখ্যা : ৫৯
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৯

مجلة القانون والقضاء الإسلامي
ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা
www.islamiainobichar.com

INDEXED BY

Google Scholar IOI JOURNALS MASTER LIST ROAD

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৫ সংখ্যা : ৫৯

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৯

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

শাহ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ
কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়

প্রফেসর ড. মোঃ ইশারাত আলী মোল্লা
আরবি ও ফার্সি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

মুসলিম আইনে হিজড়ার উত্তরাধিকার : বিভিন্ন ধর্মের আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা ৯
মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ

ইসলামী সভ্যতায় গ্রন্থাগার : পরিপ্রেক্ষিত স্বর্ণযুগ ২৭
মোহাম্মদ আরিফুর রহমান

ইসলামে লাকীত বা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর বিধান : একটি পর্যালোচনা ৬৫
মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

উরফ : প্রামাণিকতা ও শরয়ী বিধানে এর প্রভাব ৮৫
আতিয়ার রহমান

স্থান কাল পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিবর্তনে ফাতওয়ার পরিবর্তন : একটি পর্যালোচনা ১১৩
নাজিদ সালমান

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ! ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৫৯ তম সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সংখ্যাটি প্রকাশের প্রাক্কালে এ জার্নাল পরিবার অত্যন্ত আপ্লুত। জার্নালটি পরপর দুটি জার্নাল র‍্যাংকিংকারী আন্তর্জাতিক সংস্থায় যুক্ত হয়েছে। অবশ্য জার্নালটি এর আগে বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগের সর্ববৃহৎ সার্চইঞ্জিন গুগল পরিচালিত গুগল স্কলারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি ইনডেক্সভুক্ত হওয়া ডাটাবেজ দুটির একটি হলো, ইউনেস্কোর অধিভুক্ত কমেনিকেশন এন্ড ইনফরমেশন সেক্টর এবং ISSN ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের যৌথ পরিচালিত ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources ডাটাবেজ এবং অন্যটি হলো, পোল্যান্ড ভিত্তিক আন্তর্জাতিক জার্নাল রেটিং প্রতিষ্ঠান Index Copernicus এর ICI Journals Master List । বাংলা ভাষার একমাত্র জার্নাল হিসেবে আইন ও বিচারের এ অর্জনে জার্নালের সম্মানিত প্রবন্ধকার, রিভিউয়ার, সম্পাদনা পরিষদ, পাঠক, পৃষ্ঠপোষক ও শুভাকাঙ্খীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এ স্বীকৃতির মাধ্যমে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নাল আন্তর্জাতিক মানে আরও একধাপ এগিয়ে গেল। গবেষণা মান আরও উন্নত ও আধুনিক করে ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রসিদ্ধ রেটিং প্রদানকারী সংস্থায় অন্তর্ভুক্তিতে জার্নালের এডিটেরিয়াল টিম সর্বদা সচেষ্ট।

ইসলামী আইন ও বিচারের এ সংখ্যায় পাঁচটি গবেষণা প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। গুরুত্বের বিচারে প্রতিটি প্রবন্ধই সমসাময়িক ও প্রায়োগিক। ইসলাম মানবকল্যাণকে সর্বাবস্থায় প্রাধান্য দেয়। সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মানুষের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে এ জীবনব্যবস্থার রয়েছে নির্দেশনা। উদাহরণস্বরূপ হিজড়া শ্রেণির উত্তরাধিকারের বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। হিজড়া জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে সমাজের একটি বঞ্চিত শ্রেণি হিসেবে তাদের উত্তরাধিকার সম্পত্তির অধিকার জানা এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পদ বণ্টনের প্রক্রিয়া অবগত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কুরআন, রাসূল স. এর হাদীস ও উম্মতের চিন্তাশীল প্রাজ্ঞজনদের 'ইজতিহাদ' তথা ইজমা ও কিয়াসসহ আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে সব শ্রেণির মানুষের উত্তরাধিকার সম্পদ সঠিকভাবে বণ্টনের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ইসলামের বহুমাত্রিক সৌন্দর্যকে প্রকাশ করেছে। ইসলামে কোন মানুষের শারীরিক অক্ষমতা বা জন্মগত ত্রুটি তার উত্তরাধিকার সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়। সনাতন হিন্দু আইনে শারীরিক ত্রুটির কারণে উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে হিজড়াগণ

বঞ্চিত হয়। তবে Hindu Succession Act. 1956 অনুযায়ী শারীরিক বা জন্মগত ত্রুটি উত্তরাধিকার সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়। The Succession Act. 1925 এ খ্রিস্টান হিজড়াদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বাইরে রাখার বা বাদ দেয়ার কোন আইন নেই। "মুসলিম আইনে হিজড়ার উত্তরাধিকার : বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে বিভিন্ন ধর্মে হিজড়ার উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

মানবকল্যাণে নিবেদিত ইসলামের বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে ওয়াকফ অন্যতম। ইসলামী সভ্যতায় ওয়াকফের যেসব ধরন মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করেছে তার মধ্যে গ্রন্থাগার ওয়াকফ একটি। কেননা গ্রন্থাগারকে মানবজাতির ইতিহাস ঐতিহ্য ও জ্ঞান সাধনার সূতিকাগার গণ্য করা হয়। জ্ঞানসম্ভারের সংরক্ষণ ও বিকাশের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে প্রাচীনকাল থেকে গ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু হয় এবং কালপরিক্রমায় তার বিকাশ ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনেক সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানবসমাজে বিপুলভাবে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়। সভ্যতার বিকাশ সাধনে এসব গ্রন্থাগার নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। এসময়কালে গ্রন্থাগার ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এক উর্বর চারণভূমি। কিন্তু ইসলামী সভ্যতার পতনের যুগে অধিকাংশ গ্রন্থাগার বিনষ্ট করে দেয়া হয়। বিশেষ করে মোঙ্গল নেতা হালাকু খাঁ (মৃ. ১২৬৫ খ্রি.) কর্তৃক বাগদাদ আক্রমণ ও 'বায়তুল হিকমাহ্' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থাগার ধ্বংস করা ইতিহাসের এক মর্মান্তিক ঘটনা। এসব গ্রন্থাগার ধ্বংসের ফলে মানবজাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এসব প্রসংগের অবতারণা করে রচিত হয়েছে, "ইসলামী সভ্যতায় গ্রন্থাগার : পরিপ্রেক্ষিত স্বর্ণযুগ" প্রবন্ধটি।

ইসলামের সর্বজনীন মানবকল্যাণের আরও একটি দৃষ্টান্ত কুড়িয়ে পাওয়া শিশু তথা পথশিশুদের ব্যাপারে ইসলামের গুরুত্বারোপ। এসব বেওয়ারিশ ও পরিত্যক্ত শিশু ইসলামী শরীয়তে 'লাকীত' নামে পরিচিত। এসব শিশুর কেউ কেউ পরিপূর্ণ যত্নের অভাবে বিরূপ পরিবেশে অল্প সময়ের ভেতরেই করুণভাবে মৃত্যুবরণ করে। বাংলাদেশসহ পুরো পৃথিবীতেই এ সমস্যা প্রকট। এজন্য বর্তমান সময়ের চাহিদা হলো, এ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা জেনে বেওয়ারিশ শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তোলা। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ইসলামে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর বিধান বর্ণনার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে, "ইসলামে লাকীত বা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর বিধান : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ।

মানব সমাজে স্থান, কাল, পাত্রভেদে কল্যাণচিন্তা ও তার প্রায়োগিক ধারা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণে ভিন্নতা দেখা যায় প্রথা ও প্রচলনে। উরফ, রেওয়াজ বা প্রথা যুগ যুগ ধরে মানুষের আচার-আচরণ, লেনদেন ও কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির সঙ্গে উরফ এমনভাবে মিশে গেছে যে, কারো পক্ষে এর থেকে বেরিয়ে এসে জীবনযাপন সম্ভব নয়। উসূলবিদগণ উরফকে বিভিন্ন প্রকারে বিন্যস্ত করেছেন : বাণীসূচক ও কর্মসূচক, ব্যাপক ও বিশেষ, নসযুক্ত ও নসবিহীন, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। উরফের প্রামাণিকতার ওপর কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল যেমন রয়েছে, তেমনি ইজমা ও কিয়াসের দ্বারাও উরফের প্রামাণিকতা সাব্যস্ত হয়। শরয়ী নসের সঙ্গে উরফের যেমন আনুকূল্যমূলক সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি বৈপরীত্যমূলক সম্পর্কও বিদ্যমান। উরফকে বিবেচনায় এনে শরয়ী বিধান প্রণয়নের বেশ কিছু শর্ত রয়েছে, যা অবশ্য পালনীয়। "উরফ : প্রামাণিকতা ও শরয়ী বিধানে এর প্রভাব" শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

ইসলামী শরীআহ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো স্থান, কাল, পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ক্ষেত্রবিশেষে এর বিদ্যমান বিধানে পরিবর্তনের অবকাশ। এ জাতীয় ক্ষেত্রগুলোতে ভুলভ্রান্তি একদিকে সত্যচ্যুত হওয়ার কারণ হতে পারে, অন্যদিকে ইসলামী জীবনব্যবস্থায় স্থবিরতা ও বন্ধ্যত্বও দেখা দিতে পারে। আধুনিক বিভিন্ন বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাই দেখা যায়, কেউ কেউ পুরোনো ফাতওয়াকে সম্বল করে কোনো মাসআলাকে জটিল করে দিচ্ছেন, অপরদিকে কেউ কেউ সংস্কারের নামে লোকদেরকে দীন থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন। এরূপ বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার মধ্যে যেসব গবেষক মধ্যমপন্থার অনুসন্ধান করেন তাদের জন্য এমনকিছু মূলনীতি আলোচনা করা আবশ্যক, যেগুলো মুসলমানদের সঠিক পথের দিশা দেবে। এ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে রচিত হয়েছে "স্থান, কাল, পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিবর্তনে ফাতওয়ার পরিবর্তন : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ। এতে ফাতওয়ার পরিচিতি, শরয়ী বিধানের প্রকারভেদ ও যুগের পরিবর্তনে বিধানের পরিবর্তন, সময়ের পরিবর্তনে ফাতওয়া পরিবর্তিত হওয়ার বৈধতা প্রদানকারী উপাদানসমূহ, পরিবর্তিত ফাতওয়ার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়ের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

এ সংখ্যায় প্রবন্ধগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন এবং অন্যান্য সংখ্যার মত এ সংখ্যাও সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

- প্রধান সম্পাদক